অধিকার এখানে, এখনই-প্রকল্প

Right Here Right Now (RHRN) Bangladesh Platform

নারীপক্ষ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি, এর মধ্যে ২ কোটি ৭৭ লক্ষ কিশোর-কিশোরী (১০-১৯ বছর বয়সের); যার ১ কোটি ৩৭ লক্ষ কিশোরী এবং ১ কোটি ৪০ লক্ষ কিশোর[১]। এই বয়সটি মানুষের জীবনের সম্ভাবনাময় একটি সময়। এ সময় নানারকম শারীরিক-মানসিক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। নিজের শরীর, অন্যের সাথে সম্পর্ক এবং ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে মনে অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়। যার ফলে এ বয়সে নানাবিধ বিভ্রান্তি তৈরি হয় এবং সঠিক তথ্য ও সেবার অভাবে কিশোর-কিশোরীরা অনেক ধরণের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। এই কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের সুস্থ্য সুন্দর জীবনই তাদেরকে ভবিষ্যতের সম্পদ হিসেবে তৈরী করবে।

বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে কিশোর-কিশোরী ও যুবদের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের জন্য নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ডিসেম্বর ২০১৬ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় National Strategy for Adolescent Health ২০১৭-২০৩০ এবং এই কৌশলপত্র কার্যকরীভাবে বাস্তবায়নের জন্য 'কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনা সহায়িকা' ২০১৯ প্রনয়ণ করে।

কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সুরক্ষায় 'অধিকার এখানে, এখনই (RHRN)' প্রকল্পের আওতায় নারীপক্ষ সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার বর্তমান অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে ২০১৮ এ ৬ মাস (মার্চ-আগষ্ট) ব্যাপী একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। বরিশাল বিভাগের ৪টি জেলার (বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ঝালকাঠি) ৯টি উপজেলার ৮টি স্থানীয় সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়। এই গবেষণাটি ৪টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ৪টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ৩৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসহ মোট ৪২টি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণা কার্যক্রম ও প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ:

গবেষণা পদ্ধতি- (১) কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণ; (২) সেবা কেন্দ্রে আগত কিশোর-কিশোরীদের ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার; এবং (৩) সেবা প্রাপ্তির অভিজ্ঞতার ও সেবার মান যাচাই এর জন্য কিশোর-কিশোরীদের সাথে দলীয় আলোচনা (এফজিডি)। উক্ত গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যগুলির গুনগত ও সংখ্যাত্বক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণা ফলাফল:

কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবার মান ও বর্তমান অবস্থা দেখার জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষনের ফলাফল

- স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ে সেবাদান কার্যক্রম শুরু হয় না এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়
- সেবাদানকারীরা ব্যক্তিগত সমস্যা, পেষণে দায়িত্বে থাকা এবং জেলা পর্যায়ে সরকারী বিভিন্ন সভায় উপস্থিতির কারণে প্রায়ই স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে অনুপস্থিত থাকেন
- সেবা কেন্দ্রে কি কি সেবা দেওয়া হয় সে সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের সুস্পষ্ট ধারণা নেই; অনেকেই মনে করে এখানে শুধু বিবাহিত নারীদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা দেওয়া হয়
- কেন্দ্র থেকে সেবা প্রাপ্তির জন্য সাধারণত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় এবং অপেক্ষা স্থলে কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের আলাদা বসার জায়গা নাই। তবে রাজনৈতিক দলের বা এলাকার প্রভাবশালীর পরিচিত হলে দ্রুত সেবা পাওয়া যায়। কিছু ক্ষেত্রে টাকার বিনিময়েও সেবা দিতে দেখা যায়
- কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা হয় না; যেমন- সাক্ষাতের সময় অন্য রোগীর উপস্থিতি, চিকিৎসকের ব্যক্তিগত সহযোগীর উপস্থিতি, চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে অনুমতি ছাড়াই অন্য রোগীরা চিকিৎসা কক্ষে ঢুকে পড়া এবং সেবাদানকারীর কক্ষের বাইরে থেকে অযাচিত ব্যক্তির উঁকি দেয়া, দরজার সামনে

অন্য রোগী দাঁড়িয়ে থাকা, ইত্যাদি। যার কারণে সেবা নিতে আসার ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরী ও তরুণরা অনুৎসাহিত বোধ করে

- সেবা প্রদানকারীরা মনোযোগ দিয়ে সমস্যার কথা শোনেন না, বিশেষ করে কিশোরদের। বরং বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চাইলে সেবা প্রদানকারীরা তাদের ধমক দিয়ে চলে যেতে বলে। অপরদিকে, যথাযথ কাউন্সেলিং এর অভাবে কিশোরীরা পুরুষ সেবা প্রদানকারীর সামনে তাদের সমস্যা নিয়ে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারে না
- অধিকাংশ সেবা কেন্দ্রের সেবা প্রদানকারীগণ আন্তরিকতা ও ধৈর্য্যের সাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন না এবং অবিবাহিতদের প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোন প্রকার সেবা দেওয়া হয় না, বিশেষ করে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে। তবে বিবাহিত নারীদের কিছুটা প্রাধান্য দেওয়া হয়
- প্রায় অর্ধেক সেবা কেন্দ্রে কিশোর-কিশোরীদের রোগ বা সমস্যা নির্ণয় ও নথিভুক্ত করা হয় না, স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম দুর্বল, অর্ধেকের মত সেবাকেন্দ্রে জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ যেমন - খাবার বড়ি, ইনজেকশন, কনডম, আইইউডি, ইমপ্ল্যান্ট, ইত্যাদি নেই
- জেলা পর্যায়ে প্রতিমাসে উপ-পরিচালক, (এমওসিসি) ও এডিসিসি দ্বারা কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থসেবা কেন্দ্র পরিবীক্ষণ করার কথা থাকলেও নিয়মিত পরিবীক্ষণ হয় না। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের একটি দলের কেন্দ্রীয় ভাবে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বছরে দুই বার পরিবীক্ষণ করার কথা; কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে যে, পরিবীক্ষণ নিয়মিত হয় না।

চিত্র ১: কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবার বর্তমান অবস্থা

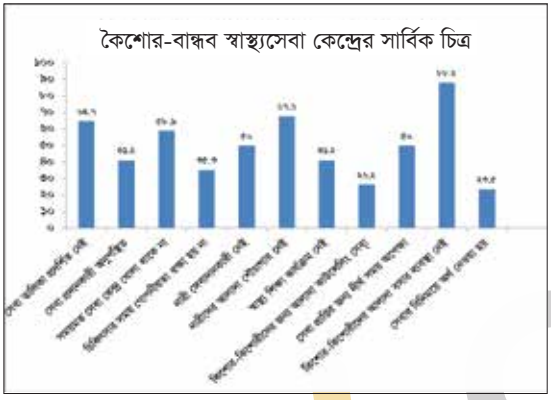

সেবা কেন্দ্রে আগত কিশোর-কিশোরীদের ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারের মাধ্যমে জানা যায় মূলত দুইটি কারণে কিশোর-কিশোরীরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে যায়: (১) তথ্য ও পরামর্শ সেবা; এবং (২) চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা।

চিত্র ২: তথ্য ও পরামর্শ সেবার ধরণ

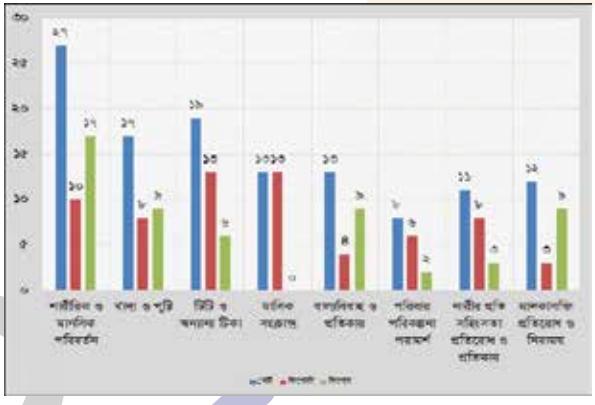

তথ্য ও পরামর্শ সেবার মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন বিষয়ক তথ্য জানার জন্য ২৭% কিশোর-কিশোরী সেবা কেন্দ্রে আসে। এছাড়া, সাধারণ ও মাসিক সংক্রান্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত তথ্যের জন্য ১৩%, খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য ১৭%, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ক তথ্যের জন্য ১১% এবং পরিবার পরিকল্পনা পরামর্শের জন্য ৮% কিশোর-কিশোরীরা সরকারী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলিতে আসে।

চিত্র ৩: স্বাস্থ্যসেবার ধরণ

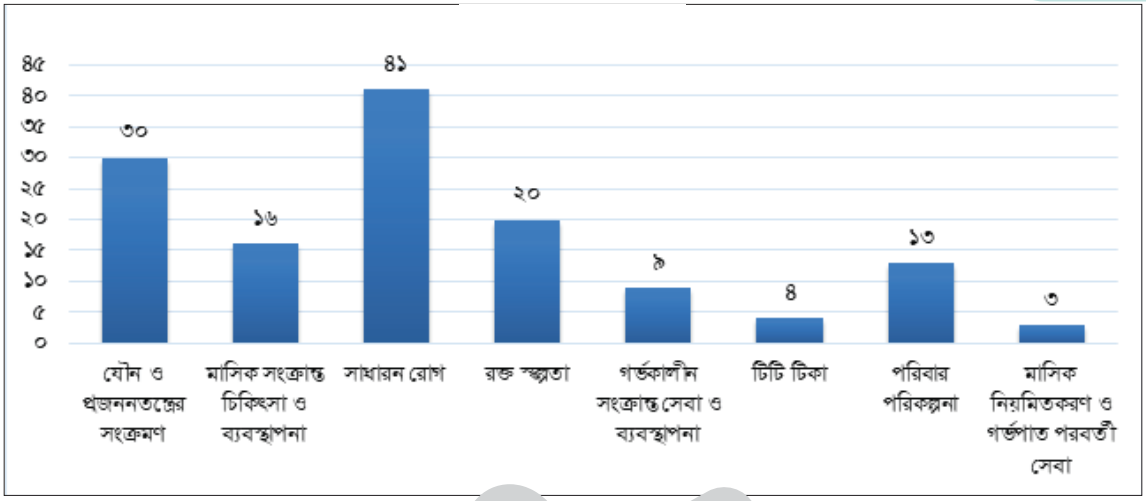

সেবা প্রাপ্তির অভিজ্ঞতার ও সেবার মান যাচাই এর জন্য কিশোর-কিশোরীদের সাথে দলীয় আলোচনা (এফজিডি) এর মাধ্যমে জানা যায়, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে সাধারণ রোগের চিকিৎসার জন্যই সর্বাধিক সংখ্যক কিশোর-কিশোরীরা সরকারী স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলিতে আসে যার সংখ্যা ৪১%। এছাড়া ৩০% কিশোর-কিশোরী যৌন ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য, ২০% রক্ত স্বল্পতার চিকিৎসা, ১৬% মাসিক সংক্রান্ত সমস্যার চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা, ১৩% পরিবার পরিকল্পনা সেবা, গর্ভকালীন সংক্রান্ত সেবা ও ব্যবস্থাপনা ৯% এবং ৩% মাসিক নিয়মিতকরণ ও গর্ভপাত পরবর্তী সেবার জন্য সরকারী স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলিতে আসে । কিশোরীরা সেবা কেন্দ্রে বেশী আসে মাসিক সংক্রান্ত সমস্যার চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনার জন্য এবং কিশোররা আসে সাধারণ রোগের চিকিৎসার জন্য।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত 'কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনা সহায়িকা' অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকবে, সেগুলো নিম্নরূপ:

- কিশোর-কিশোরীরা স্বাচ্ছন্দ্যে সমস্যার কথা জানাতে পারবেন এবং কার্যকর ও প্রয়োজনীয় সেবা পাবেন
- সেবা প্রদান কেন্দ্রে সম্মানজনক আচরণ পাবেন
- সেবা প্রদান পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ্য ও সন্তুষ্টি বোধ করবেন
- ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে
- সকল শ্রেনীর কিশোর-কিশোরীদের সাথে নিরপেক্ষ আচরণ করা হবে
- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণ আন্তরিকতা ও ধৈয্যের সাথে সেবা প্রদান করবেন
- কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কোথায় পাওয়া যায়, তা কিশোর-কিশোরী ও তাদের অভিভাবকগণ জানবেন
- কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবার গুনগত মান নিশ্চিতকল্পে প্রতিটি কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত তথ্যের সঠিক ব্যবহার করবেন
- রেফারেল সেন্টারগুলো যেমন-উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, জেলা সদর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং বেসরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন সেবাকেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ আরো জোড়ালো ও কার্যকর করা হবে
- কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নে সকল স্তরের অভিভাবক ও নেতৃত্বের সহায়তা কাজে লাগানো হবে

সুপারিশসমূহ:

১. একান্ত ও গোপনীয় পরিবেশে কিশোর-কিশোরীদের সাক্ষাৎ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সার্বিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে কি কি সেবা দেওয়া হয়, বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের জন্য কি সেবা ব্যবস্থা রয়েছে সে সম্পর্কে এলাকার সকলকে অবহিত করতে হবে।

৩. স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় গিয়ে কিশোর-কিশোরীদের সাথে স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। শুধুমাত্র মাসিককালীন সময়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি সমন্বিত যৌন শিক্ষা ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়েও আলোচনা করতে হবে।

৪. যেহেতু যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে কিশোর-কিশোরীরা অস্বস্তিতে ভোগে, তাই সমস্যা নিয়ে কথা বলার পূর্বে তাদের যথাযথ কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৫. সর্বোপরি সকল পর্যায়ের সেবা প্রতিষ্ঠানে কৈশোর বান্ধব সেবা প্রদান চালু করতে হবে। একইসাথে বর্তমানে চালুকৃত কৈশোর-বান্ধব সেবা প্রতিষ্ঠানে কিশোর-কিশোরীদের জন্য আলাদা নিবন্ধন খাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে ইউনিয়ন থেকে জেলা পর্যায়ে কিশোর-কিশোরী সেবা ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় কমিটি সক্রিয় করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ওয়েব সাইট, ১৫ অক্টোবর, ২০১৮

২. 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা: কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য', স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ডিসেম্বর, ২০১৪

৩. 'কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনা সহায়িকা', পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ডিসেম্বর, ২০১৫

৪. National Strategy for Adolescent Health 2017-2030, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২০১৬।

নারীপক্ষ

নারীকে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে অধিকারসম্পন্ন নাগরিক ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সাল থেকে নারীপক্ষ কাজ করে আসছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রতি মঙ্গলবার সদস্যরা সভায় বসছেন। এই সভা নারীর নিজস্ব কথা বলার একটি জায়গা এবং নারীপক্ষ'র সকল তৎপরতা ও আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল।

নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা অর্জনের জন্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট ও ভিন্নমুখী কর্মসূচি, যেমন: নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিবীক্ষণ, স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, নারী নির্যাতন বিষয়ক গবেষণা, নির্বাচন পূর্বে প্রার্থীদের সঙ্গে নারীর জন্য করণীয় বিষয়ে সংলাপ ইত্যাদি। তাছাড়া রয়েছে নিয়মিত আলোচনা সভা ও নারীর প্রতি বৈষম্য, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নারী অধিকার সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা প্রভাবিতকরণ। নারী আন্দোলনের একটি শক্তিশালী স্বতন্ত্র মঞ্চ তৈরির জন্য দেশব্যাপী গড়ে তোলা হয়েছে নারী সংগঠন সমূহের নেটওয়ার্ক 'দূর্বার'।

নারীপক্ষ পরিচালিত হয় মূলত সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে। বেশির ভাগ সাংগঠনিক কর্মকান্ডের ব্যয় নির্বাহ হয় এই স্বেচ্ছাশ্রমের বিনিময়ে উপার্জিত আয়ের মাধ্যমে। তবে আন্দোলনকে শক্তিশালী ও বেগবান করতে বিভিন্ন পরীক্ষামূলক প্রকল্প নেয়া হয় যা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিভিন্ন দাতা সংস্থার কাছ থেকে নেয়া হয়।

নারীপক্ষ'র বর্তমান প্রধান কর্মক্ষেত্রসমূহ:

১. নারীর উপর সহিংসতা রোধ ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা
২. নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার
৩. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
৪. সাম্প্রদায়িত সম্প্রীতি নির্মাণ
৫. নারীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা

নারীপক্ষ
র‍্যাংগস নীলু স্কয়ার (৫ম তলা), বাড়ি ৭৫, রোড ৫/এ,
ধানমন্ডি, সাতমসজিদ রোড, ঢাকা-১২০৯।

ফোন: +(৮৮০ ২) ৪৮১১১১৭৩, ৪৮১১১০৮৬ ৫৮১৫৩৯৬৭
ই-মেইল: Naripokkho@gmail.com
www.naripokkho.org.bd

'অধিকার এখানে, এখনই' Right Here, Right Now (RHRN):

RHRN বিশ্বব্যাপী ১৬৩টি সংঠনের একটি কৌশলগত পার্টনারশিপ কর্মসূচি, যা আফ্রিকা, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকাসহ সাব-ক্যারেবিয়ান অঞ্চলের ১০টি দেশে কাজ করছে। এশিয়া অঞ্চলে বাংলাদেশসহ ৪টি দেশে (ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নেদারল্যান্ড ভিত্তিক সংগঠন Rutgers এর সহায়তা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে মালয়েশিয়াস্থ নারী সংগঠন 'এশিয়ান প্যাসিফিক রিসোর্স এন্ড রিসার্চ সেন্টার ফর উইমেন' (ARROW) সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশে ১১টি সংগঠনের সমন্বয়ে কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে এবং সমন্বয়কারী সংগঠন হিসেবে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দায়িত্ব পালন করছে।

স্বত্ত্ব
নারীপক্ষ

সহযোগিতায়
ইফফাত জাহান
নাজমিন সুলতানা
মাকসুদা খাতুন

সম্পাদনা
ড. ফজিলা বানু লিলি
সামিয়া আফরীন

গ্রাফিক ডিজাইনার
আকরামুজ্জামান খান

প্রিন্টার
ওয়ান স্টপ প্রিন্টশপ

প্রকাশকাল: ২০২০

RIGHT HERE
RIGHT NOW